Bengla / বাংলা

আপনার ষ্টেট পার্লামেন্ট (সংসদ) সম্বন্ধে

Community Education
Parliament of South Australia

সরকারের স্তর

অস্ট্রেলিয়ায় তিন স্তরের সরকার আছে – লোকাল (স্থানীয়), ষ্টেট ও ফেডারেল।

ফেডারেলঃ ফেডারেল স্তরের সরকার অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে নির্ধারিত বিষয়গুলি সম্পর্কে দায়িত্বশীল, যেমন ট্যাক্স, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (বৈদেশিক বিষয়াবলী), প্রতিরক্ষা, দেশান্তর গমন এবং আরো বিষয়। ফেডারেল স্তরে প্রণীত আইন অস্ট্রেলিয়া-ব্যাপী প্রজোয্য।

ষ্টেটঃ ষ্টেটগুলি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে নির্ধারিত নয় এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে দায়িত্বশীল – বিষয়গুলি যা ফেডারেশন গঠনের সময় ষ্টেটগুলির জন্য রাখা হয়। ষ্টেটগুলি বড় বিষয়গুলিরও মোকাবেলা করে, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জরুরী সেবাকর্ম, পরিবেশ এবং আরো বিষয়।

লোকাল (স্থানীয়ঃ) অস্ট্রেলিয়া জুড়ে শত শত স্থানীয় কাউন্সিল রয়েছে। কাউন্সিলগুলি স্থানীয় বিষয়গুলি দেখাশোনা করে, যেমন সমাজ সেবাকর্মসমূহ, খেলার মাঠগুলি, আবর্জনা সংগ্রহ এবং নির্মাণ অনুমতি।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট ষ্টেট স্তরের।

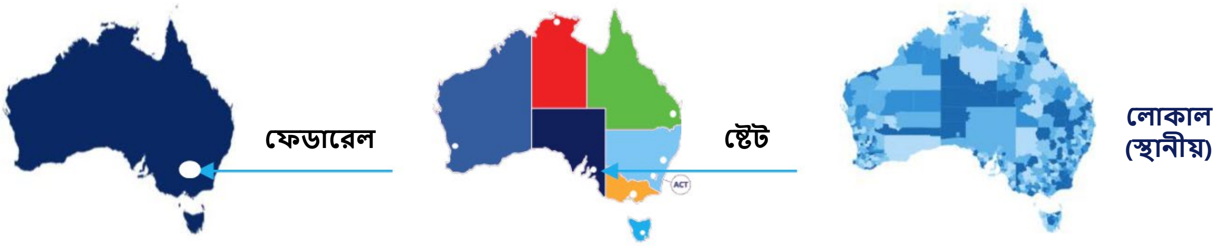

ক্ষমতার পৃথকীকরণ

অস্ট্রেলিয়ায়, ১) আইন তৈরী, ২) আইন বাস্তবায়ন, এবং ৩) আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সরকারের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করে দেয়া হয় যেন নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র এক অঙ্গে স্থাপিত না হয়।

পার্লামেন্ট/সংসদ/আইনসভাঃ পার্লামেন্ট হচ্ছে প্রাথমিক আইন প্রণেতা। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যারা পার্লামেন্টে কাজ করেন জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।

কার্যনির্বাহকঃ কার্যনির্বাহক হচ্ছে মন্ত্রীবর্গ (কখনও বলা হয় ক্যাবিনেট/মন্ত্রীসভা) এবং পাবলিক সার্ভিস (জনসেবাকর্মীগণ) যাঁরা বিভিন্ন সরকারী বিভাগগুলিতে মন্ত্রীদের নিচে কাজ করেন। কার্যনির্বাহক আইন বাস্তবায়ন করেন, অথবা, তা কার্যে প্রয়োগ করেন। উদাহরণ স্বরূপ, কোন সরকারী স্কুলে গণশিক্ষাসেবা সম্পর্কে প্রণীত আইন কোন শিক্ষক কার্যে প্রয়োগ করছেন। কার্যনির্বাহীতার আরেক উদাহরণ হলো পুলিশ, পার্লামেন্টে প্রণীত ফৌজদারি আইন কার্যে প্রয়োগ করছে।

বিচার বিভাগঃ বিচার বিভাগ হচ্ছে আদালতের ব্যবস্থা। আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো আদালতের প্রাথমিক দায়িত্ব, উদাহরণ স্বরূপ, আইনের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে কি না সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অথবা তা এর ক্ষমতার আওতার মধ্যে করা হয়েছে কি না।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট হলো সরকারের পার্লামেন্ট/বিচার বিভাগ শাখা।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট

সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৬ সালে দ্বিকক্ষ (দুই ঘর) বিশিষ্ট সংসদের ব্যবস্থা করতে একটি সংবিধান আইন ঘোষণা করা হয়। দুইটি ঘর হাউস অফ এ্যাসেম্বলি এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নামে পরিচিত হবে। পৃথিবীর একটি প্রথম গোপন ব্যালট ভোটের নির্বাচন অনুসরণ করে, প্রথম ষ্টেট পার্লামেন্ট ১৮৫৭ সালের ২২ এপ্রিল বুধবার অধিবেশনে বসে।

হাউস অফ এ্যাসেম্বলিঃ হাউস অফ এ্যাসেম্বলি ৪৭ জন পার্লামেন্টের সদস্য (এমপি) নিয়ে গঠিত। ৪৭ জন এমপি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে ৪ বছরের জন্য হাউসে নির্বাচিত হয়েছেন। একজন পার্লামেন্টের সদস্য (এমপি) আনুমানিক ২৫,০০০ ভোটদাতা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রিতিনিধিত্ব করেন। যে রাজনৈতিক দল হাউস অফ এ্যাসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি গঠন করতে পারে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার সরকার হয়, এবং তাঁরা মন্ত্রী পছন্দ করার যোগ্যতা অর্জন করেন যারা কার্যনির্বাহ পরিচালনা করেন। স্পিকার শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, এবং হাউস অফ এ্যাসেম্বলির প্রতীক হলো মেস (গদা)।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলঃ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত (এমএলসি)। এমএলসিগণ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার জনগণদ্বারা ৮ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন, এবং এমএলসিগণ সমগ্র ষ্টেটের প্রতিনিধিত্ব করেন। এর অর্থ হলো ২২ জন এমএলসির সবাই আপনার জন্য কাজ করেন। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভোট ভিন্নভাবে গণনা করা হয়, এবং প্রায়ই অনেক ছোট দল বা দল নিরপেক্ষ লোকেরা হাউস অফ পার্লামেন্টে থাকে। প্রেসিডেন্ট শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতীক হলো কালো দণ্ড।

সংসদের কার্যাবলী

পার্লামেন্টের (সংসদের) চারটি প্রধান কাজ আছেঃ

প্রতিনিধিত্বঃ পার্লামেন্ট হলো সে স্থান যেখানে সাউথ অস্ট্রেলিয়াবাসীদেরকে তাঁদের পার্লামেন্ট সদস্যের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ অভিযোগের বিতর্কে, আগ্রহের বিষয়ে, এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়াবাসীদের কথা সরকার ও অন্যান্য সদস্যগণ যেন শুনেন এরূপ প্রস্তাবনা নিশ্চিত করতে কথা বলতে পারেন।

যাচাইঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীল মন্ত্রীগণও পার্লামেন্টে কাজ করেন। এর অর্থ হলো আপনার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ তাঁদের কাজ যাচাই করতে ও তাঁদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। পার্লামেন্টের সদস্য মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন – প্রশ্নের সময়ে (বিনা নোটিশে প্রশ্ন) বা "নোটিশ দিয়ে" উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে।

আর্থিকঃ পার্লামেন্ট হলো সে স্থান যেখানে সরকারের অর্থ ব্যয় অনুমোদিত হয়। প্রতি বছর বাজেট অবশ্যই পাশ করতে হবে। এটা সাধারণত আসন্ন আর্থিক বছরের জন্য জুন মাসে প্রবর্তন করা হয়।

বিধানসভাঃ পার্লামেন্ট হলো সে স্থান যেখানে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার আইন গঠন ও পরিবর্তন করা হয়।

ভবন

ক্লাসিক্যাল ভবনে থাকে মার্বেলের স্তম্ভ, করিন্থিয়ান অক্ষরে বড় হাতের লেখা এবং কীস্টোনে খোদাই ১৯শ শতাব্দীর গভর্নরগণ, প্রেসিডেন্টগণ এবং স্পিকারগণ। প্রধান ভবনে ব্যবহৃত উপকরণ ছিল কাপুণ্ডার মার্বেল এবং ভিক্টর হারবারের গ্রানাইট। চেম্বারের রঙ বৃটিশ ঐতিহ্য অনুসরণ করে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের জন্য লাল এবং হাউস অফ এ্যাসেম্বলির জন্য সবুজ। হাউস অফ এ্যাসেম্বলির উদ্বোধন হয় ৫ জুন, ১৮৮৯। ১৯৩৬ সালে, স্যর ল্যাংডন বোনিথনের £১০০,০০০ উপহার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাজ শুরু করা সম্ভব করে যার উদ্বোধন হয় ৫ জুন, ১৯৩৯। দুইজন প্রধাণ মন্ত্রী, টম প্রাইস (১৯০৫-১৯০৯) এবং ফ্র্যাঙ্ক ওয়ালস্ (১৯৬৫-১৯৬৭), উভয়েই সেখানে ষ্টোনম্যাসন (পাথর রাজমিস্ত্রি) হিসাবে কাজ করেছেন।

জড়িত হওয়া

পরিদর্শনঃ সংসদ ভবন কিং উইলিয়াম ষ্ট্রীট এবং নর্থ টেরাসের কোণে অবস্থিত। উভয় হাউসের অধিবেশন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং দর্শকরা স্বাগতম। যখন সংসদ অধিবেশনে নয় গাইডেড ট্যুর প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ২:০০টা পর্যন্ত পাওয়া যায়। সকল ভ্রমন বিনা মূল্যে। স্কুল ও দল ধরে ভ্রমন আপনার স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে বুক করতে হবে। যদি সশরীরে সংসদ দর্শন করতে না পারেন, তাহলে আপনি অনলাইন সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারেন।

হ্যানসার্ডঃ হ্যানসার্ড হলো সংসদের বিতর্কের অফিসিয়াল রিপোর্ট। আপনি সংসদের সমস্ত কার্যধারা হ্যানসার্ডে পড়তে পারেন। সংসদের ওয়েবসাইটে হ্যানসার্ড পাওয়া যায়।

কমিটিঃ সদস্যদের ছোট ছোট দল নিয়ে হাউসের পক্ষে বিস্তারিত কাজ সম্পাদনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। সংসদীয় কমিটিগুলির তাদের উল্লেখ্য কাজের আওতাধীন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং বিবেচনা করার ও প্রতিবেদনের ব্যাপক ক্ষমতা আছে। জনসাধারণ কমিটিগুলির সঙ্গে বক্তব্য দাখিল করে এবং প্রকাশ্য শুনানিতে হাজির হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

পিটিশনঃ পিটিশন হলো কাজ করার অনুরোধ। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার যে কোন নাগরিক, বা নাগরিক দল, সংসদের যে কোন হাউসকে কাজ করার অনুরোধ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, পিটিশন কোন হাউসকে কোন আইন প্রবর্তন করতে অনুরোধ করতে পারে, বা কোন বিদ্যমান আইন বাতিল বা সংশোধন করতে, বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষে কাজ করতে বলতে পারে। এটা কোন ব্যক্তি বা দলের অভিযোগ সংসদের গোচরে আনার সুযোগ দেয়। এটা জনগণ ও সংসদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের কয়েকটি উপায়ের মধ্যে একটি।

বিক্ষোভঃ সংসদ ভবনের সিঁড়ির ধাপে সমাবেশ এবং বিক্ষোভের অনুমতি আছে কিন্তু স্পিকার বা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন চাওয়া সংগঠকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা সংসদে আগত এবং ফুটপাথ ও রাস্তা ব্যবহারকারী জনগণের এবং সমাবেশ এবং বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগঃ আপনি আপনার সমস্যার বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে আপনার প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে আমাদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিবরণ দেখতে পারেন।

ফেডারেল পার্লামেন্টের সঙ্গে তুলনা

	ফেডারেল পার্লামেন্ট	
	হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ	**সিনেট**
অন্যান্য নাম	লোয়ার হাউস	আপার হাউস
সদস্য	১৫১	৭৬
প্রতিনিধিত্ব	প্রতি এমপি ১১০,০০০ ভোটদাতা নির্বাচকের প্রতিনিধিত্ব করেন	প্রত্যেক সিনেটর তাঁদের ষ্টেট বা টেরিটোরির প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রত্যেক ষ্টেটের জন্য ১২ জন ও প্রত্যেক টেরিটোরির জন্য ২ জন সিনেটর আছে।
মেয়াদ	৩ বছর	৬ বছর
ভোটদান পদ্ধতি	অগ্রাধিকারমূলক	সমানুপাতিক – একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট
এখতিয়ার	পাস করা আইনগুলি সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার জন্য	পাস করা আইনগুলি সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার জন্য

	সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্ট	
	হাউস অফ এ্যাসেম্বলি	**লেজিসলেটিভ কাউন্সিল**
অন্যান্য নাম	লোয়ার হাউস	আপার হাউস
সদস্য	৪৭	২২
প্রতিনিধিত্ব	প্রতি এমপি ২৫,০০০ ভোটদাতা নির্বাচকের প্রতিনিধিত্ব করেন	প্রত্যেক এমএলসি সমগ্র সাউথ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন
মেয়াদ	৪ বছর	৮ বছর
ভোটদান পদ্ধতি	অগ্রাধিকারমূলক	সমানুপাতিক – ঐচ্ছিক অগ্রাধিকারমূলক
এখতিয়ার	পাস করা আইনগুলি শুধু সাউথ অস্ট্রেলিয়ার জন্য	পাস করা আইনগুলি শুধু সাউথ অস্ট্রেলিয়ার জন্য

যোগাযোগ করুন

টেলিফোনঃ +৬১ ৮ ৮২৩৭ ৯১০০ | ১৮০০ ১৮২ ০৯৭ (কর মুক্ত)

লিখুনঃ জিপিও বক্স ৫৭২, এ্যাডেলেইড এসএ ৫০০১, অস্ট্রেলিয়া

দর্শন করুনঃ পার্লামেন্ট হাউস, নর্থ টেরাস, এ্যাডেলেইড এসএ ৫০০০, অস্ট্রেলিয়া

ইমেইলঃ LegCo@parliament.sa.gov.au (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল)
Assembly@parliament.sa.gov.au (হাউস অফ এ্যাসেম্বলি)

ওয়েবঃ www.parliament.sa.gov.au

সোস্যাল মেডিয়াঃ

ফেসবুকঃ @parliamentsouthaustralia
ইন্সটাগ্রামঃ @parliamentsouthaustralia
ইউটিউবঃ South Australian Parliament
টুইটারঃ @LegCouncilSA | @AssemblySA